Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, সোমবার, ১৯ ভাদ্র, ১৪২৩

খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করলেন জেলার মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ অগস্ট, বর্ধমান : খাদ্য আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। ৩১ অগস্ট খাদ্য আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণ করা হয় জেলার সর্বত্রই। এদিন বর্ধমানে খাদ্য আন্দোলনের পুলিশের লাঠিতে নিহত ৮০জন শহিদ সহ গণ-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় কার্জন গেটে।

সভার শুরুতে শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, সুকান্ত কোঙার, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ সিপিআই(এম) ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করে অমল হালদার বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের শ্রমিক শোষণ নীতির সমালোচনা করে বলেন—আগামী ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটে প্রমাণ হবে মোদি-মমতা দোস্তি কতটা গভীর। দেশের এই সংকট কাটিয়ে উঠবার জন্য তিনি সর্বস্তরের শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী ও মেহনতি মানুষকে সক্রিয় আন্দোলনে শ্রমিক বিরোধী নীতির পরিবর্তনে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। সভা পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা কালিশঙ্কর পাল।

১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে যুদ্ধবিরোধী মিছিল দুর্গাপুরে।

সরকারের স্বৈরাচারি মনোভাব জোরজুলুম সত্ত্বেও জেলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সাধারণ ধর্মঘটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : শাসক ও পুলিশের যৌথ হামলা সামলে ধর্মঘটে শামিল হলেন বর্ধমান জেলার শ্রমিক, কর্মচারী সহ শ্রমজীবী মানুষ। শিল্পাঞ্চলের ছোট, বড় মাঝারি কারখানা এবং কয়লাখনিতে গাজোয়ারি সত্ত্বেও উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হয়নি। জেলা শহর, মহকুমা শহর সহ জেলার গঞ্জগুলিতে শাসকদল পুলিশের সহযোগিতায় সর্বত্র জোর করে দোকান বাজার খোলার চেষ্টা করে।

সিঙ্গুর উৎসবের নামে এদিন সর্বত্রই দেখা যায় দুষ্কৃতীদের হৈহৈ তাণ্ডব। পুলিশের ভূমিকা একেবাই নগ্ন। শহরে পরিবহনের বাস চলাচল করলেও দূরপাল্লা বাস ছিল কার্যত বন্ধ। দুর্গাপুরের পূর্বতন অ্যালয়স্টিল কারখানা, বর্তমানে জেনারেল ইলেকট্রিক কারখানায় স্থায়ী ৬৭০ জন শ্রমিকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৬০জন। সিটি সেন্টার বাজারে জোর করে দোকান খোলানোর চেষ্টা হলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন কারখানার গেটে ধর্মঘটীরা সভা করেন। ব্যাঙ্ক-বিমা অফিসগুলি সর্বত্রই প্রায় বন্ধ ছিল।

ইসিএলের সাতগ্রাম ইনক্লাইনে ৬০ শতাংশ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। রানিগঞ্জে যুব নেতা সঞ্জয় প্রামাণিক সহ কয়েকজন মহিলা নিগৃহীত ও আহত হন। জামুড়িয়ায় দিসেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই-এ সিআইটইউ অফিসে হামলা হয়। কাঁকসা এবং খয়রাশোল শিল্প তালুকে ঠেঙাড়ে বাহিনী ধর্মঘট ভাঙাতে নেমেছিল। তা সত্ত্বেও এম.জি.এস কারখানায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগন্য ছিল।

কিন্তু মহকুমা শহরগুলি বা গঞ্জগুলি মোটামুটি সাড়া দিলেও ধর্মঘটে সাড়া সেভাবে দিতে পারেনি বর্ধমান শহর। শাসক দলের সন্ত্রাসের চাপের ফাঁস এই শহরে ছিল লাগামছাড়া। দোকানপাট খোলা করানো হয়েছে পেশিবলে। অফিস-কাছারিতে কর্মীদের উপস্থিতিও পেশিবলের কাছে হার মেনেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজ হয়েছে বলে দাবি করেছেন শাসক দলের কর্মচারী সংগঠন।

কালনা ডিপো থেকে সকালে দুটি বাস জোর করে চালানো হলেও তাতে যাত্রী ছিল না। ছাতনী মোড়ে বন্ধ সমর্থকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ। সমুদ্রগড় জনবহুল বাজার ছিল শুনশান। শাসক দলের হুমকি, পেশি বলই ধর্মঘটকে ঠেকানোর একমাত্র অস্ত্র। সামগ্রিকভাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে জেলায়।

শহরে বেআইনি নির্মাণ বন্ধে হস্তক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নাগরিকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কোথাও বেআইনি পুকুর বুজিয়ে আবার কোথাও সরকারি জায়গা অবরোধ করে বেআইনি অবাধ নির্মাণ চলছে। এবার শহরের প্রাচীন ঢলদিঘি বুজিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ সামনে এল। তাও সামনে এল সংবাদমাধ্যমের জন্য।

খবর সামনে আসতেই জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে নির্মাণকারি সংস্থাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি কাজ এগিয়ে চলেছে। নড়েচড়ে বসেছে পুরসভা। খবর সামনে আসায় ওই ভবনের নকশা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুপারভাইজার ভুল রিপোর্ট পেশ করায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুরপতি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সমস্ত বিষয়টিতে প্রচুর টাকার খেলা চলছে। সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি না এলে পুরোটাই ধামাচাপা পড়তো। তাছাড়া জেলা প্রশাসন কঠোর হওয়াতে পুরসভা চাপে পড়েছে। প্রসঙ্গত নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শহরে অনেক বেআইনি নির্মাণ হয়ে চলেছে।

কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে বর্ধমান শহরের জি টি রোডের ধারে ঢলদিঘির পাড়ে একটি বাণিজ্যিক ভবন ভেঙে বহুতল ভবন তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই সঙ্গে পুকুর বুজিয়ে ভবনকে বাড়াবার চেষ্টা হয়। সবটাই বেআইনি নকশা পাশ করে এই কাজ চালানো হচ্ছিল। ওই ভবনের পূর্বের ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীরা সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতের রায় না পেয়ে ওই সংস্থা প্রশাসনের নাকের ডগায় কীভাবে কাজ চালিয়ে যায় তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ব্যবসায়ীরা। ঢলদিঘি নামেই এখন দিঘি। তবু সেই পুকুর বুজিয়ে ফেলায় আগ্রাসী শহরের প্রমোটাররাজ।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : গন্তার বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় গন্তার বি. এম. হাই স্কুলে। এলাকার ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষ, ২৪ জন মহিলা সহ ১১৮ জন রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক নার্গিস বেগম। বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রদ্যোত সিনহা, মেমারি থানার ওসি প্রমুখ। রক্ত সংগ্রহ করে শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি পরিচালিত রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্ক।

রাজ্যে হামলার পরিকল্পনায় বাংলাদেশের পরবর্তী আই.এস. প্রধান মেজর জিয়া

বিশেষ প্রতিবেদন : আইএস-এর বাংলাদেশ প্রধান গুলশন হামলার মূল চক্রী তামিম আহমেদ চৌধুরী ওরফে বাংলার বাঘ খতম। গত জুলাই মাসে পরপর দুবার জঙ্গি হামলার (ঢাকার গুলশন ও কিশোরগঞ্জের ঈদগাহ) তদন্তে বড়সড় সাফল্য দেখাল বাংলাদেশ সরকার। প্রশ্ন উঠছে, এরপর কী হবে?

বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সি জানাচ্ছে বাংলাদেশে পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতাকে চালিয়ে যেতে নতুন নেতৃত্বকে দ্রুত দায়িত্ব দেবে ইসলামিক স্টেট। ধারণা করা হচ্ছে এই জঙ্গি নেতার নাম মেজর জিয়া। আত্মগোপনকারী এই জঙ্গিকে ধরিয়ে দিতে পারলে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনই ঘোষণা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। গুলশনে হামলাকারীর মূল চক্রী তামিম ওরফে বাংলার বাঘ। হামলার ধরণ দেখে বোঝা গিয়েছে সামরিক কায়দায় অনুশীলন হয়েছে। গোয়েন্দাদের ধারণা, বাংলার বাঘের নির্দেশে মেজর জিয়া হামলাকারীদের ট্রেনিং দিয়েছিল। সেনাবহিনী থেকে বরখাস্ত এই ব্যক্তি এই মুহূর্তে ইসলামিক স্টেটের ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কে এই মেজর জিয়া? এক সময় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। কমান্ডো ট্রেনিং রয়েছে তার। তথ্য-প্রযুক্তিতেও দক্ষ। এহেন দক্ষ অফিসার সৈয়দ জিয়াউল হক বাংলাদেশের সরকার উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত। ২০১০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ জিয়া

সেনাবাহিনী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আত্মগোপনে থেকেই জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান জিয়া। সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হলেও জঙ্গিদের মধ্যে মেজর হিসেবেই পরিচিত তিনি। মেজর জিয়ার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। সংগঠনের সামরিক শাখা পরিচালিত হয় তারই নির্দেশে। এই মেজর জিয়ার পরিকল্পনায় বাংলাদেশে একাধিক ব্লগার, লেখক, যুক্তিবাদী, ভিন্ন মতাবলম্বী ও সংখ্যালঘুদের খুন করা হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে উঠে এসেছে, জিয়া আনসারুল্লা বাংলা টিমের সামরিক শাখার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত বছরেই সবচেয়ে বেশি ব্লগার হত্যা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলা এতো নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে, হামলাকারীদের গ্রেফতার কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের আইএস প্রধান হিসেবে পরবর্তী প্রধান করা হবে এই মেজর জিয়াকেই। তার ছদ্ম নাম ইশতিয়াক। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন, জিয়া দেশের ভেতরেই আত্মগোপনে আছে।

গোয়েন্দাদের যুক্তি, আইএস নিজেদের মুখপত্রের আগামী কয়েকটি ইস্যুতে বাংলাদেশে তাদের আগামী পরিকল্পনার কথা প্রচার করবে। তাতে উঠে আসতে চলেছে মেজর জিয়ার নাম। ইসলামিক স্টেটের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে বড়সড় নাশকতার চেষ্টা। একসময়ের সেনা অফিসার জিয়ার পক্ষে সেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা খুব একটা কঠিন নয়। মেজর জিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করছে ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা।

নতুন চিঠি

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক দিবসের বার্তা

৫ সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনটি ১৯৬২ সাল থেকেই জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এবারও পালিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে শিক্ষা, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকের মর্যাদা প্রতি মুহূর্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। আজই সরকারের পক্ষ থেকে যাঁকে 'শিক্ষারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হবে, তাঁর পি এইচ ডি উপাধিটাই নাকি জাল। শাসক দলের প্রতি একান্ত আনুগত্যই যেখানে পুরস্কৃত হবার মুখ্য মাপকাঠি, সেখানে অন্যরকম প্রত্যাশার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষকের মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে এখানে শাসক দলের মস্তানবাহিনী তাদের দাবি আদায় করে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী নয়, সশস্ত্র বহিরাগতদেরই অবাধ রাজত্ব। তাদের যে-কোনো অন্যায় দাবিকেই মেনে নিতে হবে, অন্যথায় ভাঙচুর, শারীরিক নিগ্রহ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্কুল—সর্বত্র চিত্রটা একই রকমের। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা প্রতি মুহূর্তে থরহরি কম্পমান। ছাত্র-ভর্তির ক্ষেত্রে নির্বিকার তোলাবাজি চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাগত কোনো মানদণ্ডই খাটবে না, খাটবে শুধু শাসকদলের মস্তান ও তোলাবাজদের দণ্ড। সিঙ্গুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এখন এই বিষয়টিকেও নাকি ইতিহাসের পাঠসূচিতে ঢোকানো হবে— তারই তোরজোর চলছে। ঘটনাটি বে-আইনি হলেও, এরকম একটি অতি সাম্প্রতিক বিষয় ইতিহাস-পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি না সে তর্ক বৃথা। শাসক দল ও তার মহানেত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনুগত সিলেবাস কমিটিও যে এই শাসক-আজ্ঞা পালনে ধন্য হতে চায়, তা কমিটির প্রধানের আগাম প্রতিক্রিয়াতেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। শিক্ষাঙ্গনে এখন শিক্ষা ছাড়া আর সবকিছুই অবাধে চলছে। ঠেকাবে কার সাধ্যি।

সারা পশ্চিমবঙ্গই এখন হিটলারি শাসনের অধীন। শিক্ষাঙ্গনই বা তার বাইরে থাকবে কী করে? শিক্ষায় আত্মনিবেদন নয়, ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলকেই আত্ম নিবেদন করতে হবে সর্বশক্তিমান শাসকের পদতলে। তা না হলেই প্রকৃত শিক্ষা কী হবে তা দেখিয়ে দেবে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় স্ফীত এই হিটলারি বাহিনী।

তথ্য কথা বলে

সিঙ্গুরে টাটা মোটর্স গাড়ি কারখানার নামে যে জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল সে সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়—

- ☐ বিচারপতিদের মোট ২০৪ পৃষ্ঠার রায়ে অধিগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে।
- ☐ রায়ের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে ৯টি বিষয়ের মাত্র ৩টি বিষয়ে দুই বিচারপতি সহমত পোষণ করেছেন।
- ☐ ২০৪ পৃষ্ঠার রায়ে তিন বিচারপতির মতৈক্যের অংশ মাত্র দেড় পৃষ্ঠার (১০৫-১০৬) পৃষ্ঠা।
- ☐ সিঙ্গুর সংক্রান্ত অন্যান্য মামলাগুলির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, সেগুলো এখনো বিচারাধীন। যেমন— ২০১১ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পরে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানোর যে বিল এনেছিলেন তা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দেয়। সেই বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পায়নি, সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান রায়ে এই বিলের কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা এখানে বিচার্য হয়নি।
- ☐ এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কে কবে 'তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ' আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল?
২. কার জন্মদিনে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত হয়? কবে তাঁর জন্ম?
৩. ভারত কোন কোন সালে অলিম্পিক গেমস্-এ হকিতে সোনার পদক পেয়েছিল?
৪. 'ই-মেল'-এর আবিস্কারক কে ছিলেন? কবে 'ই-মেল' আবিষ্কার করেন?
৫. মহামতি লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে কে কবে দুটি গুলি চালায়? কোথায় গুলি লাগে?
৬. 'পথের দাবি' উপন্যাসটি কার লেখা? কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?
৭. খাদ্যের দাবিতে কলকাতায় মহামিছিল কবে হয়েছিল? তাতে পুলিশের লাঠির আঘাতে কতজন মারা যায়?
৮. গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে 'নারোদা পাটিয়া হত্যাকাণ্ড' সংগঠিত হয় তাতে কতজন সংখালঘু মানুষের মৃত্যু হয়? কে নেতৃত্ব দেন? তাকে কবে কত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়?
৯. হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ট্রেন কবে চালানো হয়েছিল?
১০. ভারতের কন্যাকুমারীতে 'বিবেকানন্দ রক'-এর উদ্বোধন করে কে করেন?
১১. ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা হো-চি-মিন কবে প্রয়াত হন? কবে সরকারিভাবে ঘোষিত হয়?
১২. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২৪তম গভর্নর কে হন? কবে তিনি কার স্থলাভিসিক্ত হন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

উদারনীতির পঁচিশ বছর

আব্দুস সবুর

ভারতে সর্বগ্রাসী উদারনীতির থাবা প্রথম নেমে আসে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। শ্রমজীবীদের অধিকারে হাত পড়ে সেদিনই। পুঁজির লক্ষ্য ছিল গগন-ভেদী মুনাফার পাহাড় গড়া। সেই লক্ষ্যেই পুঁজি এক নাগাড়ে শ্রমিক শোষণের বেড়া ভেঙেছে, ভেঙেছে বাঁধ সহনশীলতার। ধাপে ধাপে এই লড়াইয়ের পথেই আক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে জেগেছে কঠিন সচেতনতা।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলতেন, 'সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি।' বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'সবকা বিকাশ'। বাস্তবে নয়া উদারনীতির পঁচিশ বছর পার হয়েছে ২০১৬-র জুলাই-এর তৃতীয় সপ্তাহে। ১৯৯১ সালে ২২ জুলাই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ঋণ নিয়ে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের শর্ত মেনে নেয় ভারত। ২৪ জুলাই নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং পেশ করেন তাঁর প্রথম বাজেট।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ইনক্লুসিভ গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-এ স্পষ্টই দেখা গেছে নয়া উদারবাদের আমলে 'সকলকে নিয়ে বিকাশ' বাস্তব হয়নি। এই রিপোর্টে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসাবেই ভারতকে দেখানো হয়েছে। ৩৮টি দেশের মধ্যে বৃদ্ধির ভাগীদারিতেও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে ভারতের স্থান একেবারে নিচের দিকে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রথমবার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিচারে ভারতের স্থান এই ৩৮টি দেশের মধ্যে ৩০ নম্বরে, কর্মসংস্থান এবং শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের মাপকাঠিতে ভারতের স্থান ৩ নম্বরে, সামাজিক সুরক্ষায় ভারতের স্থান ৩৬, শিক্ষার হারে স্থান ৩১, আর্থিক ক্ষমতার স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একেবারে তলানিতে ৩৭। এই ভারতই তথাকথিত 'বিশ্ব প্রতিযোগিতাক্ষম' মাপকাঠিতে অষ্টম হয়েছে। অথচ উদারনীতিতে ভারত বিনিয়োগ টানার জন্য যা যা করতে হয় তা ভালোই করেছে। বিশেষ করে বিদেশি পুঁজিকে ছাড় দেবার ক্ষেত্রে ভারত বলতে গেলে এগিয়ে রয়েছে। নিজের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিকাশের সুফল পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে। কেন এমন হল ভাবছেন কি কেউ?

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম যেমন কয়েকটি সূচকে তুলনামূলক হিসাব করেছে তেমনই দারিদ্র্য পরিমাপের নতুন একটি তথ্যভাণ্ডারে বলা হয়েছে ভারত সরকার দারিদ্র্যের যে হার দেখাচ্ছে বাস্তবে দারিদ্র্য তার থেকে অনেক বেশি। ভারত সরকারের দাবি ২০১১-১২-তে ভারতে দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ২২ শতাংশে। ১৯৯৩-৯৪ সালেও ছিল ৪৫ শতাংশ। গ্রামীণ এলাকায় দৈনিক ২৭ টাকা এবং শহর এলাকায় দৈনিক ৩৩ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতাকে নির্ধারক ধরে এই পরিমাপ ঠিক হয়েছে। যদিও এই মাপকাঠি নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি সেসময়।

গ্লোবাল কনসাম্পশন অ্যান্ড ইনকাম প্রোজেক্ট অনুযায়ী এই মাপকাঠি বাস্তবের জায়গায় মেলে না। যদি দৈনিক ৩৮ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতাকে দারিদ্র্যের মাপকাঠি ধরা যায় তাহলে ভারতে দরিদ্র্যের হার হবে ৪৭ শতাংশ। সরকারি হিসেবের দ্বিগুণেরও বেশি।

মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দৈনিক ৩৮ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতাকে দারিদ্র্যের মাপকাঠি ধরা যে আদৌ অবাস্তব নয়, তা পরিষ্কার। বস্তুত দৈনিক ২৭-৩৩ টাকার মাপকাঠিকে 'বিপর্যয় রেখা' বলে সমালোচনা করেছেন অনেক অর্থনীতিবিদই।

২০১১-১২ সালের সমীক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট হলো গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবারেরই দৈনিক ব্যয়ের ক্ষমতা ৫০ টাকার নিচে। শহরেও ৪৫ শতাংশ পরিবারের ব্যয়ের মাপকাঠি একইরকম।

অর্থনীতিবিদ্‌দের অনেকের বক্তব্য, শুধুমাত্র আয়ের হিসাবেই দারিদ্র্য নির্ধারণ করা চলে না। সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের আয়বহির্ভূত ক্ষেত্রকেও বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয় জল, রান্নার জন্য জ্বালানি, ন্যূনতম পরিবহন, শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে কিনা। উদারনীতির ফলে যে গতিতে আর্থিকভাবে সচ্ছলদের জন্য পরিষেবা বৃদ্ধি পেয়েছে, দরিদ্র নিম্নবিত্তদের জন্য তা কিন্তু হয়নি।

দারিদ্র্য ছাড়াও বৈষম্য বেড়েছে। বস্তুত ব্যয়ের বৈষম্যের তুলনায় আয়ের বৈষম্য আরও তীব্র। তথ্য বলছে 'গিনি কো-এফিসিয়েন্ট' উদারনীতি চালু হবার পর থেকে বৈষম্য বেড়েছে। ১৯৯১-এ ভারত আই এম এফ ঋণ নিয়ে শর্ত মেনে কাঠামোগত সংস্কারের কাজ শুরু করে। দেখা যাচ্ছে তখন আয়ের অসমতা গিনি সূচকে ছিল ০.৪২। তারপর থেকে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ২০০৫-এ পৌঁছে যায় প্রায় ০.৫২-এ। তারপরে কিছু হ্রাস হলেও ২০১৫-তেও ছিলো প্রায় ০.৪৫। অঙ্কের এই পার্থক্য প্রকৃত অর্থনীতিতে আসলে বিপুল।

২০১৪ সালে 'বোফর্স' পত্রিকার তালিকা অনুযায়ী ভারতের সবচেয়ে ধনী একশো জনই ডলারের অঙ্কে বিলিওনিয়ার। অর্থাৎ অন্তত ৬,৩০০ কোটি টাকার মালিক। এই একশো জনের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৫,৬০০ কোটি ডলার। উদারনীতির অভিমুখ আরও স্পষ্ট হয়ে যায় এই তথ্যে— ২০০০ সালে দেশের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ দেশের মোট সম্পদের ৩৮.৬ শতাংশের মালিক ছিল, ২০১৪-তে তা ৪৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। সম্পদের দখলদারি ক্রমেই চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনী অংশের হাতে। বৈষম্যের অন্যতর মাত্রাও রয়েছে। যেমন শিশুমৃত্যু, পুষ্টির অভাব, চিকিৎসার সুযোগেও বিস্তর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। দিন যত যাচ্ছে এই সুযাগের পার্থক্য প্রকটতর হয়ে সামাজিক বৈষম্য আরো গভীর করছে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে বৈষম্যও। ভারতের আম-জনতা এখন কী করবেন?

হাইকোর্টের রায় অমান্য তৃণমূলী হামলা অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ সেপ্টেম্বর মেমারি : মেমারি পৌর এলাকার ৫নং ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়ারি শিশু কেন্দ্রটি ধর্মঘটের দিন বন্ধ থাকার ফলে তৃণমূলের কর্মীরা মাঠপাড়ার ওই সেন্টারটিতে তালার উপর তালা দিয়ে দেয়। সেন্টারের কর্মী, সহায়িকারা ৩ সেপ্টেম্বর সকালে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র খুলতে এসে দেখেন দরজায় আর একটি অন্য তালা লাগানো রয়েছে। জনৈক তৃণমূলের কর্মী ওই সেন্টারে এসে দিদিমণিকে হুমকি দেয়, কেন কাল বন্ধ রেখেছিলেন? দিদিমণি শরীর খারাপের কথা বলেন, তাতেও কোনো কাজ হয়নি। তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন বলেন, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে আপনাকে যেতে হবে। সেন্টারের কর্মী দিলাপী অধিকারী পৌর উপপ্রধানের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলেন, পৌর উপপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত তাঁকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেন। এরপর অঙ্গনওয়ারি সেন্টার খোলা হয়। মেমারি পৌর এলাকাতে বেশ কয়েকটি সেন্টার ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। আগে হুমকি ছিল ধর্মঘট করলে সেন্টার বন্ধ হবে এবং চাকরি যাবে। ৩নং ওয়ার্ড সুলতানপুর মুসলিমপাড়ার সেন্টারের কর্মী মণীষা চক্রবর্তী বলেন, আজ শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ ২০/২২ জন তৃণমূলের কর্মী এসে প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি আপনার কাজ সেরে চলে যান, আমরা সেন্টারে তালা দিয়ে বন্ধ করে দেব। কারণ কাল সেন্টার বন্ধ ছিল। হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে তৃণমূলী হুমকি প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে।

চিঠিপত্র

মতামত পত্র প্রেরকের নিজস্ব

শহরে পায়ে চলার পথ কোথায়?

আপনার পত্রিকার সংখ্যায় দুটি পত্রালিকা পড়লাম। প্রসঙ্গত জানাই পত্রিকায় অনেক কম করেই লিখেছেন। ফুটপাথ নেই। সব ফলওয়ালা সব্জিওয়ালাদের দখলে। কোথাও বা হোটেল রেস্টুরেন্ট জেঁকে বসেছে। সবচেয়ে মজার ঘটনা হল মাননীয় জেলাশাসক সেদিন আরক্ষাধ্যক্ষকে নিয়ে আপেল থেকে চেঁছে মোম (প্যারাফিন) তুলছেন। একবারও দেখলেন না দোকানি ফুটপাথ দখল করে দোকান করছেন এবং দোকানের অর্ধেক অংশ রাস্তা দখল করেছে। ভেজাল কি শুধু আপেলে? কলাগুলি সব এক সঙ্গে হলদে হয়ে যাচ্ছে ক্ষতিকর কেমিক্যাল-এর কৃপায়। সেটা কে দেখবে! আনারস বা আমও একইভাবে পাকানো হয়। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা এখন ঐতিহাসিক চরিত্র। মিহিদানায় তো কঠের রঙ লাগানো হয়। মিষ্টির দোকানে বেশ দামি কটি রঙ-এর প্যাকেট রাখা থাকে কিন্তু সব মিষ্টিতে ব্যবহার হয় সাধারণ আসবাবপত্রে লাগানোর রঙ। ইদানিং বর্ধমানে ক্যানসার রোগাক্রান্তদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। খাবারের রঙ এর জন্য কি অনেকটাই দায়ী নয়? বাজারের শাকসব্জি সবই চোবানো হয় বিভিন্ন কেমিক্যাল-এ। কোনোটায় রংটা সবুজ হয়, কোনটায় বা কয়েকদিন পর্যন্ত নাদুস নুদুস থাকে। মাছ ধরেই ডোবানো হয় ফর্মালিন মাখানো জলে। মাছের কানকো সহ সবই টাটকা থাকে বেশ কয়েক দিন। ফর্মালিন লাগে দেহ সংরক্ষণের প্রয়োজনে। বি সি রোডে কয়েকটি জায়গায় ভ্যাট হিসাবে ব্যবহার করার জন্য চাকাওয়ালা গাড়ি দাঁড় করানো থাকছে। রাস্তার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে আবার ময়লার দুর্গন্ধে শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। রাস্তায় ময়লা সরানোর গাড়িগুলি সকালে অফিসের সময়ে খোলাখুলিভাবে নিয়ে যাওয়া হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। নাকে রুমাল চেপেও দমবন্ধ হয়ে আসে, বমি পায়। ময়লা ফেলার জায়গায় ময়লা ওঠানোর পর ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক দেওয়া হয় না। পুতিগন্ধময় এই শহরকে বাইরের মানুষের কাছে তুলে ধরবো কি ভাবে? বর্ধমান ঐতিহাসিক শহর। মহাবীর তীর্থংকর-এর সঙ্গে এর নাম জড়িয়ে আছে। শুধু কটা বেমানান তোরণ বানালেই কি সব হয়ে গেল। পর্যটনের প্যাকেজ এখন বিপনন করা হয়। বর্ধমান শহরের এই চেহারা কি বিপণনযোগ্য?

বলহরি সামন্ত
বর্ধমান-২

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

আমাদের ডোনাদা

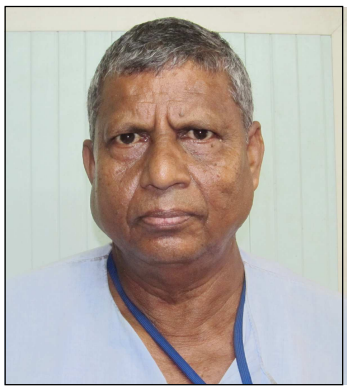

বিশেষ প্রতিবেদক, ৩১ অগস্ট : নাম জনার্দন ঘোষ। বয়স এখন ৬৩। কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেহাট্টা গ্রামে বাস। একদা এই গ্রামে তিনটি হাট বসত। নাম তাই তেহাট্টা। এখন একটাই হাট বসে। জনাবাবু ইতিমধ্যে ১৪৭ বার রক্তদান করে বিরল নজির গড়েছেন। তিনি—রক্তদান করে করে অর্থাৎ রক্ত ডোনার হিসাবে 'ডোনা'দা নামেই খ্যাতিলাভ করেছেন বর্ধমান হাসপাতাল তথা চিকিৎসা জগতে। এদিন পত্রিকা অফিসে এসে আমাদের ডোনাদা বললেন, বর্ধমান শহরের ডাক্তারপল্লী বিখ্যাত খোসবাগান এলাকাই শুধু নয়, সরকারি প্রশাসনও তাঁকে চেনে ওই নামে। ২০০৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর রক্ত দান হেতু প্রশাসন তাঁকে বিশেষ 'এ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার' প্রদান করে।

৮ বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় রক্ত না পাওয়ার কারণে। বালক বয়সে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন জনসাধারণকে রক্তদান করে তিনি মাতৃঋণ শোধ করবেন। ওই সময় তাঁর জ্ঞান ছিল না যে মাতৃঋণ শোধ করা যায় না। পেশায় কৃষিজীবী মানুষটি ১৭-১৮ বছর বয়সে যখন রক্তদান করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন জানতেন না কোথায় কীভাবে রক্তদান করতে হয়।

কাকতালীয়ভাবে যোগাযোগ ঘটে তুলসীরানি সোরেন পরিবারের সঙ্গে। তুলসীরানির রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই প্রথম রক্তদান আদিবাসী ওই রমণীর জন্যই। পান, বিড়ি-সিগারেট বা কোনও নেশা নেই। বরং মাদক-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করায় তাঁর গ্রামে আজও কোনো মদের ভাটি গড়ে ওঠেনি। এমন সমাজবন্ধু মানুষটি কোনও দিন অসুখে ভোগেননি। ওষুধ প্রয়োজন হয়নি কোনও প্রকার। বিখ্যাত হেমোটোলজি বিশেষজ্ঞ, আমেরিকা এবং মুম্বাইয়ের টাটা সেন্টারের প্রতিষ্ঠা ডাঃ আর এন দত্তর ফরমুলা মেনে ১৪ বছর বয়স থেকে নিত্য খান শাক সব্জির মিশ্রণে তৈরি ঝোল এবং প্রতিদিন গরুর দুধ ১ কেজি করে। মাছ, মাংস, হাঁসের ডিম তাঁর খাদ্য তালিকায় রয়েছে। মুরগী বা পোলট্রি মাংস, ডিম পছন্দ করেন না একেবারেই।

ডোনাবাবুর বর্তমানে মাথার চুল কিঞ্চিৎ সাদা হয়েছে। এছাড়া শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। তিন কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। স্ত্রী এবং চাষবাষ নিয়ে গ্রামে অনন্যসাধারণ জীবনযাপন করেন। কোনও রাজনৈতিক কোন্দলে তাঁর অংশগ্রহণ নেই। গ্রামের এমন একজন মানুষ ডোনাদা, যাঁকে রক্তের প্রয়োজনে ডাকলেই পাওয়া যায় এখনও এই বয়সে।

জনমুখী ওষুধনীতির জন্য আন্দোলন জনস্বাস্থ্যের স্বার্থেই জরুরি

পঙ্কজ পাঠক

বেশ কয়েক বছর পূর্বে বর্ধমান জেলার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বৃন্দাবন কুণ্ডু আমাকে কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে একটি আলোচনাচক্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল—ওষুধের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার। আলোচনাচক্রটিতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরী। ডাঃ চৌধুরীর মুখে আমরা অনেকেই শিহরিত হয়ে শুনেছিলাম যে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশে কীভাবে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকারক ওষুধ বাতিল করতে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল এবং যার ফলে সেদেশে সরকার জনমুখী ওষুধনীতি প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল। আসলে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে একটু অন্য ধরনের অনুভূতি এবং গভীর শ্রদ্ধা আছে। যেহেতু ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের দুর্মর লড়াই বাংলাদেশের জনগণকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বলে আমি মনে করি। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-সম্পৃক্ত সাহিত্য যে বাংলা সাহিত্যে অনন্য স্থান দখল করে চলেছে তা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ মাত্রেই অনুধাবন করতে পারছেন। সত্যি কথাটা হল বাংলাদেশের জনগণ শত যন্ত্রণার মধ্যেও বহুজাতিকদের দাপট কাটিয়ে তাঁদের দেশে নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে পেরেছেন, আমরা পারিনি। হয়তো আন্দোলনে ধার ছিল না, নয়তো আন্দোলনের পদ্ধতিতে গণ্ডগোল ছিল, তবে একথা ঠিক যে ক্ষতিকারক চালু ওষুধগুলি বাতিল করে এদেশে জনমুখী ওষুধনীতি প্রণয়ন হোক তা দলমত নির্বিশেষে সকলেই চেয়েছেন। কিন্তু এই প্রত্যাশা আমাদের পূরণ হতে বাকি, আদৌ হবে কিনা তাও এখন যথেষ্ট সন্দেহের। কারণ জনমুখী ওষুধনীতির জন্য আন্দোলনের যে প্রেক্ষণ বিন্দু ছিল তা আর এখন নেই বর্তমানকালের বিশ্বায়নের স্রোতে।

সহজ করে বললে মূলত কয়েকটি কারণে জনমুখী ওষুধনীতির দাবির আন্দোলন আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। অনেকেই জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেশাল ৩০১ নামে একটি আইনের ভয় কিছুকাল পূর্বে দেখিয়েছিল (অবশ্য এখনো দেখাচ্ছে)। আমেরিকার যুক্তি ছিল ১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইনের জন্য মার্কিন ওষুধ কোম্পানিগুলির ব্যবসা ভারতে মার খাচ্ছে, অতএব পেটেন্ট আইন না বদলালে স্পেশাল ৩০১ আইন জারি করে ভারতের পণ্যসামগ্রী রপ্তানিতে বাধার সৃষ্টি করা হবে। সেই সময়ে আমেরিকার ওই আইনের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলনে নামলেন তাঁরা আসলে জনমুখী ওষুধনীতির দাবিতে লড়াই করছিলেন। তাই জনমুখী ওষুধনীতির আন্দোলনের জোর ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করল। তারপর গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য জনমুখী ওষুধনীতির আন্দোলন অনেকটাই পলকা হতে শুরু করল। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে যাঁরাই সরকারে এসেছেন তাঁরাই উদারনীতিকে এমন ছাঁচে ফেলেছেন যে বিদেশী কোম্পানিগুলি হু হু করে আকাশছোঁয়া দামের নতুন নতুন ওষুধ আমদানি করতে আরম্ভ করেছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটি জনমুখী ওষুধনীতির প্রত্যাশায় জল ঢেলে দিয়েছে তা হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কারখানাগুলিতে ওষুধ উৎপাদন সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে ও কারখানাগুলিকে বিক্রির চক্রান্ত করছে।

এখন যা পরিস্থিতি তাতে দেশি কোম্পানিগুলি আর আধুনিক ওষুধ উৎপাদন করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, কারণ সরকার কত দ্রুত আমাদের ১৯৭০-এর পেটেন্ট আইন বদলানো যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা ওষুধের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ওষুধ শিল্পের দখলদারি চলে যাচ্ছে বহুজাতিকদের কাছে। বহুজাতিকরা যে-সমস্ত ওষুধ আমাদের দেশে আমদানি করছে সেগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং জনমুখী ওষুধনীতি যদি সরকার কর্তৃক ঘোষিত না হয় তবে নিষিদ্ধ ওষুধের চল এদেশে আরো বাড়বে। তাই অন্ধকার থেকে হাতি কমিটির সুপারিশকে আলোয় নিয়ে আসার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের কাঁধে এসে পড়েছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে এদেশে যে সমস্ত ওষুধ বিক্রি হয় তার সংখ্যা প্রায় একলক্ষে পৌঁছেছে, এবং সেগুলির আশি শতাংশই অপ্রয়োজনীয়। কুসংস্কার, অশিক্ষা, অপুষ্টি, সুপেয় পানীয় জলের অভাব ইত্যাদির কারণে এদেশে মানুষের অসুখ-বিসুখ বেশি। তাই ভারতবাসীর প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধের তালিকা তৈরি করা জরুরি এবং এই ব্যাপারে হাতি কমিটির সুপারিশকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে এখনকার প্রয়োজন অনুযায়ী তালিকা তৈরি করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে জনমুখী ওষুধ নীতির আন্দোলনকে জোরদার না করতে পারলে ভবিষ্যতে আরো নিষিদ্ধ ওষুধ ভারতে আমদানি হবে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিও ধাক্কা খাবে।

রাজ্য চারুকলা পর্ষদ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ-এর সহযোগিতায়

চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবির ও আলোচনাচক্র

২০১৬

স্থান - 'রবীন্দ্রসদন', বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

- মালদা, নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার চিত্র-ভাস্কর্য চর্চারত ১৮ বছর ও তদুর্দ্ধ শিল্পীরা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।
- সাক্ষাৎকারের জন্য প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের প্রমাণপত্র, পরিচয়পত্র, চিত্র-ভাস্কর্য চর্চা সংক্রান্ত নথিপত্র, নিজের ১টি পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ ও সৃষ্ট শিল্পকর্ম সঙ্গে আনতে হবে।
- শিবির চলাকালীন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প-উপাদান সরবরাহ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পর্ষদের পক্ষ থেকে করা হবে।
- সকল ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত।
- সাক্ষাৎকারে উপস্থিত প্রার্থীদের পৃথকভাবে কোনো রাহা খরচ দেওয়া হবে না।

।। সাক্ষাৎকার ।।

স্থান : 'রবীন্দ্রসদন', বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

মঙ্গলবার, ০৬,০৯,২০১৬, দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা

যোগাযোগ : রাজ্য চারুকলা পর্ষদ- ০৩৩-২২২৩৫৩১৭
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ - ০৩৪৮২-২৫২১৮৪

Memo No. : 233(20)/ICA.BDN(Advt) Dt. 01.09.2016

মহিলা সমিতির সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : রাজ্যে নিরাপত্তা নেই মহিলাদের। তার উপর মহিলারা সংগঠিত হলে শাসক দলের রোষের হাত থেকে নিস্তার নেই। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন বিরোধীশূন্য রাজ্য। এর মধ্যেই জেলাজুড়ে চলছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জোনাল সম্মেলনগুলি।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান জোনাল সম্মেলন হবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। তার আগে শহরের চারটি লোকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনগুলিতে বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, সুপর্ণা ব্যানার্জী, শিখা সরকার প্রমুখ। ১নং লোকাল কমিটির সভাপতি মিতা কাঞ্জিলাল এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন মৈত্রী সরকার। ২নং লোকাল

কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুমিত্রা কোঙার এবং রূপা কোঙার। ৩নং লোকাল কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সোমা ঘোষ এবং শ্রাবণী মল্লিক। ৪নং লোকাল কমিটিতে সভাপতি হন শান্তি পাল এবং সম্পাদক অরুন্ধতি সেন।

দুর্গাপুর-২ পশ্চিম ৭ম জোনাল সম্মেলন হয় বেনাচিতিতে। সম্মেলন থেকে সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্বাচিত হন যথাক্রমে রীণা ঘোষ ও স্বপ্না ঘোষ।

কালনা জোনাল ৮ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালনার সেনেরডাঙ্গাতে। উদ্বোধন করেন মহিলা নেত্রী সাধনা মল্লিক। ২১ জনের কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শুকু আইচ ও অঞ্জলি মণ্ডল।

রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির অষ্টম সম্মেলন ৪ সেপ্টেম্বর অলকা বাউরি ও জৈবুন্নিসা বিবি মঞ্চ ও রানি চ্যাটার্জী নগর গীর্জাপাড়া শহিদ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা সভানেত্রী ভারতী ঘোষাল ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিখা মণ্ডল। প্রতিবেদনের উপর পাঁচটি লোকাল কমিটি থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বৃন্দা কারাত-এর জনসভার মধ্য দিয়ে শুরু হবে সমিতির বর্ধমান জেলা ২১তম সম্মেলন রানিগঞ্জ শহরে। এদিন ভানুদেবী মাহাত সভাপতি, কৃষ্ণা দাশগুপ্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করে নতুন জোনাল কমিটি গঠিত হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি উত্তম রুইদাস পিতা—শঙ্কর রুইদাস গ্রাম বামুনিয়া পোঃ হিজলনা থানা রায়না বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ অগস্ট ১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার পিতার প্রকৃত নাম শঙ্কর রুইদাস কিন্তু ভোটার পরিচয় পত্র ও রেশন কার্ডে কৃষ্ণশঙ্কর দাস পিতা—প্রয়াত কানাই দাস নথিভুক্ত হয়েছে। শঙ্কর রুইদাস পিতা—প্রয়াত কানাই রুইদাস ও কৃষ্ণ শঙ্কর দাস পিতা প্রয়াত কানাই দাস এক ও ভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি উত্তম রুইদাস পিতা—শঙ্কর রুইদাস গ্রাম—বামুনিয়া, পোঃ হিজলনা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃতনাম শঙ্কর রুইদাস কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ডে আমার নাম উত্তম দাস পিতা—শঙ্কর দাস নথিভুক্ত হয়েছে। উত্তম রুইদাস পিতা—শঙ্কর রুইদাসও উত্তম দাস পিতা—শঙ্কর দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কাকলি রুইদাস স্বামী উত্তম রুইদাস গ্রাম-বামুনিয়া পোঃ হিজলনা, জেলা-বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম কাকলি রুইদাস, কিন্তু ভোটর পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ডে কাকলি দাস স্বামী উত্তম দাস নথিভুক্ত হয়েছে। কাকলি রুইদাস স্বামী উত্তম রুইদাস ও কাকলি দাস স্বামী উত্তম দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লক্ষ্মী মুরমু স্বামী বীরেন মুরমু আঞ্জিরবাগান পোঃ কাঞ্চননগর জেলা বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নকট ২৯ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী মুরমু যা রেশন কার্ডে ভুলবশত লক্ষ্মী কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মী মুরমু ও লক্ষ্মী কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বুধন মুরমু পিতা বীরেন মুরমু আঞ্জিরবাগান পোঃ কাঞ্চননগর, বর্ধমান, নোটারি পাবলিক বর্ধমানের ২৯ অগস্ট ২০১৬ তারিখ নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম বুধন মুরমু যা রেশন কার্ডে ভুলবশত বুধন কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। বুধন মুরমু ও বুধন কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সমরা মুরমু পিতা—বীরেন মুরমু আঞ্জিরবাগান পোঃ কাঞ্চননগর, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৯ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সমরা মুরমু যা রেশন কার্ডে ভুলবশত সমরা কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। সমরা মুরমু ও সমরা কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বীরেন মুরমু পিতা জীবন মুরমু আঞ্জিরবাগান, পোঃ কাঞ্চননগর, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম বীরেন মুরমু যা রেশনকার্ডে বীরেন কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। বীরেন মুরমু ও বীরেন কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লক্ষ্মী মুরমু পিতা—বীরেন মুরমু। আঞ্জিরবাগান পোঃ কাঞ্চননগর, বর্ধমান নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৯ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম লক্ষ্মীরাম কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মীরাম মুরমু ও লক্ষ্মীরাম কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ঝাঁঝি মুরমু স্বামী বীরেন মুরমু আঞ্জিরবাগান পোঃ কাঞ্চননগর বর্ধমান নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৯ অগস্ট ২০১৬ তারিখে এক এভিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম ঝাঁঝি মুরমু যা রেশন কার্ডে ঝাঁঝি কোলে নথিভুক্ত হয়েছে। ঝাঁঝি মুরমু ও ঝাঁঝি কোলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে, ১৮৩১ সালের ২৯ অগস্ট, জন্ম ২২ সেপ্টেম্বর, ১৭৯১, মৃত্যু ২৫ আগস্ট, ১৮৬৭; ২। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ, জন্ম ১৯০৫ সালের ২৯ অগস্ট, ৩। ১৯২৮ (অষ্টম), ১৯৩২ (নবম) এবং (১৯৩৬ (দশম) অলিম্পিক গেমস্-এ; ৪। ভারতীয় নাগরিক শিবা আয়াদুরাই। ১৯৮২ সালের ৩০ অগস্ট; ৫। ফ্যানি কাপলান, ১৯১৮ সালের ৩১ অগস্ট। একটি কাঁধে, অপরটি ফুসফুসে; ৬। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৬ সালের ৩১ অগস্ট; ৭। ১৯৫৯ সালে ৩১ অগস্ট, ৮০জন, জখম দুই শতাধিক; ৮। ৯৭জন সংখ্যালঘু মানুষ। ডাক্তর মায়া কোদনানি। ২০১২ সালে ৩১ অগস্ট ২৮ বছরের জেল হয়; ৯। ১৮৫৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর; ১০। ১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি; ১১। ১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ৩ সেপ্টেম্বর; ১২। উর্জিত প্যাটেল। ২০১৬ সালে ৪ সেপ্টেম্বর, ড. রঘুরাম রাজন।

ধর্মঘট সমর্থনের মিছিলে তৃণমূলী হামলা প্রতিবাদ রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সিয়ারসোলে এদিন শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পুলিশের সামনে অতর্কিতে হামলা চালায়। এই হামলায় যুব নেতা সঞ্জয় প্রামাণিক সহ পাঁচজন মহিলা আহত হন। মহিলাদের সম্মানহানি করা হয়। হামলার প্রতিবাদে সিয়ারসোল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেন। ৩ সেপ্টেম্বর অঞ্চলের প্রায় তিন শতাধিক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। এদিন সিয়ারসোল থেকে মিছিল শুরু হয়। রাজবাড়ি মোড় হয়ে মেন রোড ধরে মিছিল চণ্ডীমন্দিরে শেষ হয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা কিশোর ঘটক, দিব্যেন্দু মুখার্জী ও ফাল্গুনী মুখার্জী। তাঁরা বলেন, শাসক তৃণমূল বাইরে থেকে গুণ্ডা আমদানি করে সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালিয়ে মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে।

মৃত সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৩ সেপ্টেম্বর : মেমারি-তারকেশ্বর রোডে কেন্না রথতলায় রাস্তার ধারে একটি ঝোপের মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় একটি সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এলাকার মানুষ মৃত শিশুটিকে দেখে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ময়না তদন্তের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়।

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!
অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা
সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা
জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসপ্ত
মূল্য : ৫০ টাকা
ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা
স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা